P-7-AMAR BANGLA _20_06_20_P-7-AMAR BANGLA-120917.qxd 6/19/2020 10:57 PM Page 1

ভারতীয় সেনার ওপর হামলার প্রতিবাদে চিনা প্রেসিডেন্টের 'শ্রাদ্ধ' সারল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হত্যা করেছে চিন। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ে শ্রাদ্ধ করল উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি কমিটি। রায়গঞ্জ শহরে রীতিমতো পুরোহিত দিয়ে এক বিজেপি নেতা মস্তক মুণ্ডন করে জিনপিংয়ের শ্রাদ্ধশান্তি করে প্রতিবাদ করার পাশাপাশি চিনের উৎপাদিত দ্রব্য (মোবাইল ফোন) মাটিতে ফেলে ভাঙচুর ও চিনের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় কয়েকশো বিজেপি কর্মী। চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের শ্রাদ্ধশান্তি করার মাধ্যমে আন্দোলন করার ঘটনা নিয়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেন উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ী, জেলা সম্পাদক নিমাই কবিরাজ-সহ জেলা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

লাদাখ সীমান্তে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের হত্যা করেছিল চিনের সেনাবাহিনী। এই ঘটনা নিয়ে বিশ্বজুড়ে চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ে। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিজেপি চিনের এই হত্যালীলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামে। সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও বিজেপি ঘটনার পরদিন থেকেই আন্দোলনে নামে। চিনের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল ও চিনের জাতীয় পতাকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি ও তার শাখা সংগঠন।

শুক্রবার রায়গঞ্জ শহরের ঘড়ি মোড়ে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি চিনের এই হত্যালীলার ঘটনার এক অভিনব প্রতিবাদ প্রদর্শন করে।

উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি বিশ্বজিৎ লাহিড়ী বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডাক দিয়েছেন আত্মনির্ভর দেশ গড়ার। সেই লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের আবেদন চিনের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বর্জন করে দেশিয় পণ্য ব্যবহার করুন।' তিনি বলেন, 'চিন যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দেশের সেনা জওয়ানদের হত্যা করেছে তারই প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজ চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের শ্রাদ্ধ করার পাশাপাশি চিনা দ্রব্য বর্জন করার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচি করছি।'

লাদাখে হামলার প্রতিবাদে
চিনা প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল দাহ করল হুগলি বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভারতীয় জওয়ানদেরও ওপর চিনা হামলার প্রতিবাদে মুখর সারাদেশ। তীব্র ধিক্কার মিছিল হচ্ছে দেশজুড়ে। চিনা দ্রব্য বয়কটেরও ডাক দেওয়া হয়েছে দেশজুড়ে। চিনকে যোগ্য জবাব দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে দেশজুড়ে। এবার সেই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়লো হুগলি জেলাতেও। শুক্রবার হুগলি জেলার চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে চিনা প্রেসিডেন্টের কুশপুত্তলিকা পোড়ালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পাশাপাশি, চিনা সামগ্রী বর্জনের জন্য আহ্বান জানান বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে চুঁচুড়া বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি কল্যাণবাবু জানান, 'আমাদের দেশে ব্যবসা করছে চিনা সরকার। আবার আমাদের বীর জওয়ানদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। তাই অবিলম্বে চিনা দ্রব্য বয়কট করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে কেউ চিনা দ্রব্য না কেনে। ওদের সামনাসামনি যুদ্ধের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবেও পরাজিত করতে হবে।' অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে আরামবাগের কালীপুরে লাদাখের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের ছবি দহ করা হয়। একই সঙ্গে ভারতীয় বীর শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় ও চিনা দ্রব্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, 'আমরা বীর শহিদ জওয়ানদের আত্মার শান্তি কামনা করি। পাশাপাশি চিন সরকারের এই আক্রমণকে তীব্র নিন্দা করছি।' সবমিলিয়ে এদিন সারা হুগলি জেলাজুড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা চিনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে পথে নেমে আন্দোলন করেন।

সবংয়ে করোনা আক্রান্ত পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সবং থানা এলাকার শালগাড়িয়া-বাকিটাকি গ্রামের বাসিন্দা এক পুলিশকর্মীর করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বছর আটচল্লিশের ওই পুলিশ কর্মী হাওড়া জেলার পানিয়ারা পুলিশ লাইনে কর্মরত। জানা গিয়েছে, গত ১০ জুন চার দিনের জন্য তিনি বাড়ি এসেছিলেন এবং ১৪ জুন তিনি কর্মস্থলে ফিরে যান। এরপর পানিয়ারা পুলিশ লাইনে করোনা টেস্টের জন্য অন্যান্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তাঁরও লালারস সংগ্রহ করা হয়। গতকাল তাঁর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর তাঁকে হাওড়ার সঞ্জীবন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি চার দিন বাড়িতে থাকায় তাঁর পরিবারের সাত জন সদস্যকে এবং চার জন ভাড়াটিয়াকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ওই পুলিশকর্মীর করোনা আক্রান্তের খবর এসে পৌঁছনোর পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবংয়ের ওই এলাকা সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং পুরো এলাকা পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যে রয়েছে বলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে।

গরিবদের নতুন পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করলেন সিভিক ভলান্টিয়ার

বিয়ের ভোজ বাতিল করে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: মানবিকতার নজির দেখল বৃহস্পতিবার রাতের মন্তেশ্বর। সৌজন্যে মন্তেশ্বর থানার সামান্য এক সিভিক ভলান্টিয়ার। বৌভাতের অনুষ্ঠান খারিজ করে সেই টাকায় এলাকার একদল হতদরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু ভট্টাচার্য নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। প্রথমে তাঁর অবশ্য ইচ্ছে ছিল বিয়েতে ভূরিভোজের আয়োজন করবেন। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের কবজি ডুবিয়ে খাওয়াবেন। সেই ইচ্ছেয় জল ঢেলেছে করোনা পরিস্থিতি। তাই ভোজের জন্য জমানো টাকায় এলাকার শতাধিক গরিব পরিবারকে নতুন পোশাক, মিষ্টির প্যাকেট, স্যানিটাইজার, মাস্ক তুলে দিলেন মন্তেশ্বর থানার মাঝেরগ্রামের যুবক শুভেন্দু ভট্টাচার্য।

তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে যে কোনও ধরনের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় 'শাপে বর হল' বলে মানছেন শুভেন্দুবাবু ও তাঁর মা স্বপ্না দেবী। জানাচ্ছেন, 'এমন একটা কাজ করতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে।' আর এহেন মানবিকতায় নবদম্পতিকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন এলাকার সাধারণ মানুষজন।

মঙ্গলবার রাতে দেওয়ানদিঘি থানার পাড়ুই এলাকার বাসিন্দা ব্রততীর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার রাতে ছিল বউভাত। তার আগেই শুভেন্দুবাবুর বন্ধুরা গ্রামে ও লাগোয়া এলাকায় শুভেন্দুবাবুর ইচ্ছের কথা প্রচার করে দিয়েছিলেন। তাই এদিন এলাকার দুঃস্থ দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের বাসিন্দারা শুভেন্দুবাবুর দরজায় হাজির হতে থাকেন। কাউকেই ফেরাননি শুভেন্দুবাবুরা। পোশাক-মিষ্টি বিতরণে শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে হাত লাগান তাঁর মা স্বপ্নাদেবী ও নববধূ ব্রততীও। ব্রততীর কথায়, বউভাতে সানাই বাজবে না, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব খাওয়াদাওয়া করবে না, জেনে প্রথমটায় একটু মুষড়ে পড়ি। ভেবেছিলাম, সব আনন্দই মাটি। কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এলাকার হতদরিদ্র লোকজনের মুখের অমলিন হাসি দেখে সব কষ্ট উধাও হয়ে গিয়েছে। একইরকম উপলব্ধি শুভেন্দুবাবুর মা স্বপ্নাদেবীরও। বললেন, 'ছেলের বিয়ে দেব অথচ বৌভাত হবে না বলে খারাপ লাগছিল খুব। নিজের কপালকে দুষছিলাম। কিন্তু ছেলে আমার আইনকে রক্ষা করার কাজ করে। তাঁর আইন না-মানাটা সমীচীন হত না। তবে এলাকার প্রচুর নুন আনতে পান্তা ফুরনো মানুষের পায়ের ধুলো পড়ল। এখন মনে হচ্ছে কপাল করে এমন সন্তান পেয়েছি।'

দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ে দু'ঘণ্টা স্তব্ধ মালদার চৌরঙ্গী মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জল ছিটিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে থামানো গেল না লড়াই। মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি এলাকার চৌরঙ্গী মোড়। দুই প্রান্তের মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখলো সেই লড়াই। হতভম্ব কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্তারাও। কিন্তু এই লড়াই কোনও মানুষের নয়, দুটি ষাঁড়ের। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চৌরঙ্গী মোড় এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন রাস্তাতেই চলল দুটি ষাঁড়ের এই লড়াই।

এর জেরে যানবাহন রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রীতিমতো পথচারীরাও ওই এলাকার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সাহস পাননি। ষাঁড়ের লড়াই দেখতে আবার অনেক কৌতূহলী মানুষের ভিড় উপচে পড়ে ওই এলাকার ফুটপাতে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ এই লড়াই থামাতে কখনও জল ছেটালেন। আবার কখনও কাগজে আগুন ধরিয়ে দুটি ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিলেন। ধোঁয়া ছড়ালেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই বাগে আনা গেল না ওই দুই ষাঁড়ের লড়াই। অনেকে আবার লাঠি, বাঁশ দিয়েও লড়াই থামানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালালেন। কিন্তু কোথায় কি! দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ের জেরে ফুটপাতের দু-একটি ঠেলা গাড়ির দোকান হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো। অবশেষে ঘণ্টা খানেক পর ক্লান্ত হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে থেকে সরে পড়লো দুটি ষাঁড়।

স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীরা বলেন, অদ্ভুতভাবে দু'টি ষাঁড়ের লড়াই আতঙ্ক তৈরি করে দিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কিছু মানুষ সবরকমভাবে চেষ্টা করেও ওই দুই ষাঁড়ের লড়াই থামাতে পারেননি। দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ের জেরে ফুটপাতের এক-দুটি ঠেলাগাড়ির দোকানও ভেঙে গিয়েছে। তবে বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি। অবশেষে রাস্তার দুই মার্জার বাহিনী নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে লড়াই থামিয়ে দেয়।

পুরাতন মালদায় করোনা আক্রান্ত আরও ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাত্র দেখতে মেয়েকে নিয়ে দিল্লি থেকে ফিরেছিলেন পুরাতন মালদার পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পরিবার। এমনকী হবু বরের বাড়িতে আশীর্বাদের জন্যও গিয়েছিলেন মেয়ের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল করোনা। যাকে ঘিরে বিয়ের আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পরিবারের লোকেরা, সেই হবু পাত্রীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়ল। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদার পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ওয়ার্ডের একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য দিল্লিতেই থাকেন। সেখানে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই পরিবারের সদস্যরা। সাতদিন আগে তাঁরা পুরাতন মালদার পুরসভা এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নিজের বাড়িতে ফেরেন। তারপর ওই পরিবারের সদস্যদের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাতেই পরিবারের এক যুবতীর করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। তা নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রে জানানো হয়েছে, পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন মোট চারজন। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওই যুবতী ছাড়াও আক্রান্ত হয়েছেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসমারি কলোনি এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিক। পাশাপাশি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁরা কালীমোড় এলাকার আরও ২ জন পরিযায়ী শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই দিল্লি থেকে এক সপ্তাহ আগে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় নিজেদের বাড়ি ফিরেছিলেন। শুক্রবার ওই এলাকাগুলি কনটেনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এদিন, করোনায় আক্রান্ত ওই চারজনকে পৃথকভাবে নারায়ণপুর এলাকার কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ওই যুবতীর পরিবার বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা মালদায় ফিরেছেন। ভিন রাজ্য থেকে ফেরত শ্রমিক এবং যুবতীর আক্রান্ত হওয়ার পর তাদের পরিবারের লোকেদের সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পুরাতন মালদার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সৌভিক দাস জানিয়েছেন, শুক্রবার পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার পৃথক চারটি জায়গায় চারজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ভিন রাজ্য ফেরত ছিলেন এরা। বাইরে থেকে আসার পর ওই পরিবারগুলির লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাদের মধ্যে চারজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

আক্রান্ত প্রতিবাদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: আক্রান্ত প্রতিবাদী। মদ খেয়ে অভব্য আচরণের প্রতিবাদ করে মদ্যপদের হাতে আক্রান্ত যুবক। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগরের গাঙ্গুলি মোড় এলাকায়। আক্রান্ত যুবক অশোকনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁকে রড দিয়ে মারধরের পাশাপাশি মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার সকালে সুবোধ ব্যাপারী নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পলাতক অপর এক অভিযুক্ত। অশোকনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃত অভিযুক্তকে শুক্রবার দুপুরে বারাসত আদালতে তোলা হয়।

ঝড়ে লণ্ডভণ্ড বাসা, কৃত্রিমভাবে পাখিদের বাসস্থান তৈরি করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ঝড়ে লণ্ডভণ্ড পাখির বাসা, কৃত্রিম বাসা তৈরি করে পাখিদের নতুন বাসস্থান তৈরিতে ব্যস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গ্রামবাংলায় কত রকমের পাখির কথা শোনা যেত কোনও এক সময়। এখন পাখি যে নেই খুব বেশি তাও কিন্তু নয়। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই পাখির দল কিচির-মিচির করে ওঠে। তবে সর্বত্রই এমন দৃশ্য দেখা যায় তা নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়াতে কিন্তু এখনও দেখা যেত বিভিন্ন রকমের পাখি। তবে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া আম্ফানের তাণ্ডবে ফের সব লণ্ডভণ্ড। এলাকায় গাছই তো ভেঙে পড়েছে শ'য়ে শ'য়ে তাই পাখির বাসা আর থাকবেই বা কী করে। বাসা না থাকায় তাহলে কোথায় বসবে পাখির দল? কোথায় রাত কাটাবে পাখিদের দল। তাই এবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে কৃত্রিমভাবে পাখির বাসা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল। যা দেখে খুশি পক্ষীপ্রেমী থেকে অন্যান্য মানুষও।

হাবড়া এলাকায় টুনিঘাটা পিপলস মুভমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা কৃত্রিম পাখির বাসা তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এর আগেও লকডাউন এবং আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রায় ১০ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। এবার একটু অন্যরকম উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসলেন তাঁরা। নিজেদের টাকায় কিনে মাটির হাঁড়ির মধ্যে দেওয়া হল বিচুলি। সঙ্গে পাখিদের আহারের রকমারি স্বাদের নানান খাবার। বৃষ্টিতে পাখির বাসায় যাতে জল ঢুকতে না পারে, সে কথা ভেবে ঢাকনাও দেওয়া হয়েছে হাঁড়ির উপরে। হাঁড়ির নিচে করে দেওয়া হয়েছে ছিদ্র। পাখিদের দল যাতে বাসায় ঢুকলেও যেন তাদের নিজেদের সময় মতো বেরিয়ে যায়। পাখিদের জন্য তৈরি বাসা কাঁধে নিয়ে এ গাছে ও গাছে বাঁধতে দেখা গেল সংস্থার সদস্য মিন্টু হালদার, অনিল কাঞ্জিলাল, অমৃত বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ বাগচী,সত্যজিৎ বালা ও সঞ্জীব কাঞ্জিলালের মতো সংস্থার যুবকদের।

এদিন হাবড়া ১নং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার গাছে হাঁড়ি বাঁধা হল। হাবড়া গৌড়বঙ্গ রোডের পাশে থাকা অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল, কুল, নিম গাছেও কৃত্রিম বাসা বাঁধা হয়। টুনিঘাটা, রুদ্রপুর, সংহতি, ঘোজের মাঠেও হাঁড়ি বাঁধা হয় পাখিদের কথা মাথায় রেখে।

সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব কাঞ্জিলাল জানান, 'সম্প্রতি ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি হাবড়া এলাকায়। পাখিদের বাসাও ভেঙে তছনছ হয়েছে অধিকাংশ। নতুন করে কোথায় বাসা বাঁধবে, কীভাবে বাঁধবে তারা, এক প্রকার দিশাহারা পাখিদের দল। তবে ঝড়ের তাণ্ডবে অনেক পাখির বাচ্চা আবার মারাও গিয়েছিলো। তাছাড়া পরিবেশ বাঁচাতে পাখিদেরও প্রয়োজন, তাই এই ধরনের পদক্ষেপ। গাছের যাতে ক্ষতি না হয়, সে কথা ভেবেই পিন, পেরেকের বদলে সুতো দিয়ে বাসা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যা দেখে খুশি এলাকার মানুষ থেকে পাখি প্রেমী সকলেই।

ছবি: টিটব বিশ্বাস।

Executive Engineer, P.W.D., Asansol Division invites Tender for NIT no. 07 of 2020-2021 detail of which can been seen from Departmental website i.e. www.wbpwdgov.in

Execu[redacted]

P.W.Directt.

এনপিআর ফিনান্স লিঃ

বিজ্ঞপ্তি

www.nprfinance.com

www.bseindia.com

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUT[redacted]

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Ral[redacted]

Near Kalyanpur Housing Road, Asansol [redacted]

NIT-10 (2020-21) Dt. 17.06.2020

Executive Engineer, ADDA, Asansol invite Offline percentage rate Tender (Two Bid System in Two Parts) in Authority's Contract Form from resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E., ADDA, Asansol

NIeT No. 01/MHND-IIGP/2020-2021

eTender is hereby invited from bonafide outsider for Construction of PCC road at Mahalandi-II GP under CFCBG Fund.

Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L01222WB1983PLC059695
ই-মেল: info@taiind.com
ওয়েবসাইট : www.taiind.com

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

www.taiind.com
www.bse-india.com

N.I.eT. No.: 002/06/2020 of 14th CFC dt. 19/06/2020

Date of Publishing of NIeT Documents (Online) 19.06.2020 from 10.00 AM

Documents download/sell/ Submission start date (online) 19.06.2020 from 10.00 AM

Date of Closing of submission of Technical & Financial Bid 26.06.2020 from 5.00 PM

Bid opening date & time for Technical Bid (online) 29.06.2020 at 11.00 AM

For details contact with the office of the undersigned at any working days.

Sd/- Prodhan
Mirzapur-I Gram Panchayat
Beldanga - I Dev. Block
Beldanga, Murshidabad.

পাবলিক নোটিস

টিটাগড় ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U01122WB1994PTC138832

ক্র. নং	ডিরেক্টরের নাম	পদবিকার	যে তারিখে নিযুক্ত	ডিরেক্টর হিসাবে যে তারিখে অবসান
১.	শ্রী আরাম সেন (DIN: 01450642)	স্বাধীন ডিরেক্টর	১৫/০৮/২০০৮	৩০/০৯/২০১৪
২.	শ্রী নন্দ ভট্টাচার্য (DIN: 00313590)	স্বাধীন ডিরেক্টর	১৫/০৮/২০০৮, ১৪/১২/২০১৪	৩০/০৯/২০১৪, ০৯/০৯/২০১৫
৩.	শ্রী এস কে মিত্তাল (DIN: 00313622)	ডিরেক্টর	১৫/০৫/২০০৯	৩০/০৯/২০১৪
৪.	শ্রী দীনেশ আর্য (DIN: 00168213)	ডিরেক্টর	৩০/০৯/২০১৪	বর্তমান
৫.	শ্রী অনিল কুমার আগরওয়াল (DIN: 01501767)	ডিরেক্টর	৩০/০৯/২০১৪	বর্তমান
৬.	শ্রী সুনির্মল চক্রবর্তী (DIN: 00920008)	স্বাধীন ডিরেক্টর	৩০/০৯/২০১৪	বর্তমান
৭.	শ্রী এস বি দাস (DIN: 01072626)	স্বাধীন ডিরেক্টর	৩০/০৯/২০১৪	২৭/১০/২০১৬
৮.	শ্রী এন কে শাহ (DIN: 00318570)	স্বাধীন ডিরেক্টর	১২/০৮/২০১৫	বর্তমান

দীনেশ আর্য
ডিরেক্টর
DIN: 00168213

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144405
ই-মেল: info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট: www.manaksiaaluminium.com

৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষ সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২০	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২০	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০১৯
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৩৫২.৭৫	২৮১২৯.৫৪	৭১৮৮.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	১১৬.৪১	৫১২.০৯	১৭.৮৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	২৬২.৪৪	৫৮৮.১২	১১৫.৬৬
সময়কালের [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৪৬.৯৬	৫৭১.৬৪	১৬১.২৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মৌলিক (টা.) (খ) মিশ্রিত (টা.)	০.৪০ ০.৪০	০.৮৯ ০.৮৯	০.২১ ০.২১

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির তিন মাস এবং বর্ষ সময়ের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১৮ জুন, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমাবদ্ধ পুনরীক্ষণ করেছেন।

(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ জুন, ২০২০